বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০০৯-২০১০ ও ২০১০-১১

প্রথম খন্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

অর্থ বৎসর ঃ ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০০৯-২০১০ ও ২০১০-১১

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

অর্থ বৎসর ঃ ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্র/নং	বিবরণ	পৃঃ নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৬
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৭
৫.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-৩৪
৬.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৪

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ২৩/১০/১৪২১ বঙ্গাব্দ
০৫/০২/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪৪টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-১১ সালের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক আর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত: অব্যাহত আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ব্যয় সাশ্রয়ী দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ ৬ই মাঘ/১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯/০১/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	পুনঃ দরপত্র আহবান না করে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারাদার নিয়োগ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৮৮,২৩,৮৭৫
২	ঠিকাদারের বিল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫৪,৪৬,৮২০
৩	সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সমিতির নিকট হতে ড্রেজার ভাড়া এবং সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় না করায় পাউবো'র রাজস্ব ক্ষতি।	৪৮,৯৭,৫৩,২৬৭
৪	বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইজারা দরপত্র প্রকাশ না করায় অনুমোদিত প্রাক্কলিত/বুক ভ্যালু অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হারে কম মূল্যে ইজারা দরপত্র গ্রহণ, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি, পিপিআর-২০০৮ এর বিধান লংঘন।	৪৩,৪৭,২৫০
৫	ডিপিপি তে বর্ণিত ব্যারেজ এর পরিবর্তে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা সত্ত্বেও সীট পাইলের অতিরিক্ত মূল্যসহ সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি।	১৫,৩৭,০৯,৯২১
৬	নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের নিকট হতে জরিমানা বাবদ অনাদায়ী, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ও দরপত্রের শর্ত লংঘন।	১৮,০১,৭০,৭৮০
৭	নির্মাণ/নদী সংরক্ষণমূলক কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান পরীক্ষা ব্যতীত ঠিকাদারদের অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ।	১১,৬৫,৬১,০৭৯
৮	উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একই স্থানে জরুরী প্রতিরক্ষামূলক কাজের নামে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের আওতায় ব্যয় সম্পাদন করায় সরকারি অর্থের অপচয়।	১,২১,৪৬,৯৩২
৯	ঠিকাদারের উদ্ধৃতদর কাটাকাটি করে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে দর বৃদ্ধি করে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩০,৫৫,০০০
১০	ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদন না করায় কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী চুক্তি বাতিলপূর্বক লিকুইডেটেড ডেমারেজ আদায় না করা এবং পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় ক্ষতি ।	২৪,৭৬,২৯১
১১	প্রকল্পের কাজ ৩০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্তির পর ১ বৎসর ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড থাকলেও ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ডে প্রকল্প সমাপ্ত এলাকায় অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪৭,০৭,৫৪১
১২	সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক ভুয়া টেন্ডার সিকিউরিটি ও পারফরমেন্স গ্যারান্টি প্রদানের কারণে বাতিলকৃত টেন্ডার সিকিউরিটির অর্থ আদায় না করা এবং উক্ত কাজের পুনঃ টেন্ডার না করে পূর্বের দাখিলকৃত দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় ক্ষতি ।	৫৩,৮৩,২০৪
১৩	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে সেচখাল রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতের কার্যক্রম সম্পাদন করা হলেও পুনরায় বোর্ডের রাজস্ব বাজেট হতে অর্থ ব্যয় করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২,৩৩,৪০,৫৭৮
১৪	বোর্ডের ছাড়পত্র ও মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী গঠিত কমিটির স্থানীয় প্রশাসন/ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা ব্যতীত সিসি ব্লক উৎপাদন ও সরবরাহ, জিও ব্যাগ সরবরাহ এবং ডাম্পিং কাজে ঠিকাদারদের অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১৪,৪০,৪৮,১১৮
১৫	স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দরের সহিত সংগতি না রেখে যথেচ্ছভাবে সীমাহীন উচ্চ দরে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদনের মাধ্যমে ড্রেজার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করায় ক্ষতি।	১,০৬,৩৪,৫০৯
১৬	সিডিউল অব রেইট বহির্ভূতভাবে বা চলতি বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে ঠিকাদারগণের সহিত যোগসাজস করে স্থানীয় বাজার দর অপেক্ষা সীমাহীন উচ্চ দরে তথা যথেচ্ছভাবে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন প্রদান করে এলটিএম পদ্ধতিতে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ক্রয় করায় ক্ষতি।	১,৭২,২৪,৭৬১
১৭	ড্রেজার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ০৪টি কন্ট্রাক্টর এর অনুকূলে অর্থ পরিশোধ প্রদর্শন করা হলেও যন্ত্রাংশসমূহ ড্রেজার কমপ্লেক্স/বেইজে প্রবেশের অনুকূলে নিরাপত্তা শাখার কোন স্বীকৃতি না থাকায় ক্রয় এবং সরবরাহ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। ভুয়া ক্রয় প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।	৫৩,৮৩,৭১৪

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১৮	ড্রেজার মেরামতের অজুহাতে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডার হতে ইস্যুর অনুকূলে পূর্ব স্থাপনকৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডারে ফেরৎ না নেয়ায় বোর্ডের ক্ষতি ।	১,১৩,৩৪,৭২৮
১৯	ড্রেজার এবং বার্জ মেরামতকল্পে সরবরাহ/ইস্যুকৃত এমএস প্লেটের অনুকূলে পূর্ব স্থাপিত এমএস প্লেট ফেরৎ না নেয়ায় ক্ষতি। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায়যোগ্য।	৭২,৫৭,৫১৫
২০	১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত মূল্যের খোলা দরপত্র সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে এবং বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ ব্যতীত কার্য সম্পাদন ও বিলের দাবীপরিশোধ ।	১৭,৭৫,৩৪,৯০০
২১	৭৯,৪৪,১৮০ টাকা মূল্যের ৭৬.৭৮১ কেজি এমএস প্লেট ভান্ডারভুক্তির বিষয়টি ড্রেজার কমপ্লেক্সের গেইট/নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক স্বীকৃত নহে। এমএস প্লেট বাস্তবে ক্রয় না করেই ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হয়েছে।	৭৯,৪৪,১৮০
	সর্বমোট	১৩৯,১২,৮৪,৯৬৩

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর ঃ ২০০৯-২০১১।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ডালিয়া, নীলফামারী।	১৪-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, টাঙ্গাইল।	১৪-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, কুষ্টিয়া।	১৩-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, জামালপুর।	০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ১২-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২২-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ০১-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ঢাকা- ১, ঢাকা।	১২-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৩-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১১-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, সাতক্ষীরা-১।	০১-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, পাবনা।	১৬-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৪-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, সাতক্ষীরা- ২।	১২-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, নওগাঁ।	২২-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, শরীয়তপুর।	০১-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, রাজশাহী।	১২-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, সুনামগঞ্জ।	১৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৩-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, নাটোর।	০৩-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৭-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, মৌলভীবাজার।	২৬-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৩-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, নীলফামারী।	০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ।	১৩-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০১-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, পাউবো, খুলনা।	২৬-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ০১-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ফরিদপুর।	০৬-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৩-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২১-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, মেঘনা ধনাগোদা, চাঁদপুর।	২৪-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ৩১-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, বেড়া, পাবনা।	২৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ০২-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ঝিনাইদহ।	২১-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, মাগুরা।	১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
২৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, রাঙ্গামাটি।	১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, কক্সবাজার।	১৬-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৪-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, খুলনা-২।	১৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৬-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, বগুড়া।	১৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, বরিশাল।	১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, মাদারীপুর।	২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, গোমতী, কুমিল্লা।	০১-০৩-২০১২খ্রিঃ হতে ২২-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, পঞ্চগড়।	১৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২২-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, চাপাঁইনবাবগঞ্জ।	২২-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ০১-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, নোয়াখালী।	০৩-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ঠাকুরগাঁও।	১৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৬-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, সিআরপি, পাউবো, কক্সবাজার।	২৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ৩১-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, খুলনা- ১।	১৩-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, গোপালগঞ্জ।	২৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, কুড়িগ্রাম ।	২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, সিলেট।	০৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, মানিকগঞ্জ ।	২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, নড়াইল।	১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ ।	১০-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ ।	১২-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, যশোর।	১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, রংপুর।	৩০-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নকারী :

- জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক।
- জনাব কে এম সিরাজুল মুনির, পরিচালক।
- জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সরকার , উপ-পরিচালক।
- জনাব মাহসুমা সাফতা, সহকারী পরিচালক।
- জনাব পরেশ চন্দ্র সাহা, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার।

সার্বিক তত্ত্বাবধান :

- জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ও সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে খোলা দরপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ।
- ইজারাদার নিয়োগে আর্থিক ক্ষতি।
- নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট আদায়।
- ডিপিপি অপেক্ষা বেশি দরে প্রাক্কলন প্রস্তুত।
- ড্রেজার ভাড়া ও সেচকর আদায়ে ব্যর্থতা।
- সিডিউল রেইট অপেক্ষা বেশি মূল্য পরিশোধ
- সিসি ব্লকের মূল্য ও ডাম্পিং কাজের মূল্য অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।
- আরডিপিপি অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।
- ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা অনাদায়ী।
- বোর্ডের জমি বেদখল থাকায় আর্থিক ক্ষতি।
- সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ ব্যতীত বকেয়া বিল পরিশোধ।
- খোলা দরপত্র বিধি অনুযায়ী প্রচার না করায় পিপিআর বিধিমালা লংঘিত।
- সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনিয়মিতভাবে কার্যসম্পাদন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- খোলা দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে যথাযথ ও বিধি অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করা।
- ড্রেজার ভাড়া ও সেচ কাজের অর্থ/রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে অনীহা।
- পিপিআর/০৮ এর বিধি/বিধান অনুসরণ না করা।
- সরকারি রাজস্ব/ভ্যাট আদায়ে অনীহা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- সিসি ব্লক, জিও টেক্স ব্যাগ গণনা, প্লেসিং এবং ডাম্পিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষিত।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি প্রতিপালনের অনীহা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- রাজস্ব আদায়ে সচেষ্ট হওয়া।
- পিপিআর/০৮ এর বিধি মালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করা।
- আর্থিক, কোডাল বিধি এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও যথার্থতা প্রতিপালনে আরো ও সচেষ্ট হওয়া।
- বোর্ডের নিজস্ব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বোর্ড/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক সিসিব্লক ও জিও টেক্স এর কার্যসম্পাদন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ- ০১।

শিরোনাম ঃ পুনঃ দরপত্র আহবান না করে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারাদার নিয়োগ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৮৮,২৩,৮৭৫ টাকা ।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ডালিয়া, নীলফামারী অফিসের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২১-৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ইজারাদার নিয়োগ সংক্রান্ত দরপত্র, সিএস, কার্যাদেশ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পুনঃ দরপত্র আহবান না করে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারাদার নিয়োগ করায় সরকারের ৮৮, ২৩, ৮৭৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ১ম সর্বোচ্চ ইজারামূল্যের চেয়ে ২য় সর্বোচ্চ ইজারামূল্য অস্বাভাবিক কম হওয়ায় পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধান ৩৩ (২) (ক) ও ৩৪ অনুযায়ী দরপত্র বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহবান করা হয়নি।
- সিপিডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সকল প্রকার রাজস্ব অনাদায়ী বা ক্ষতির জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।
- টোল আদায়ের ইজারাদার নিয়োগের জন্য ২৬-৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র আহবান করা হলে ০৯ জন ইজারাদার দরপত্র দাখিল করেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশ অনুযায়ী সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারাদার নির্বাচিত হন জনাব মোঃ একরামুল হক, যার ইজারা মূল্য ছিল ২,১৫,৯৮,৮৭৫ টাকা। সে মোতাবেক জনাব মোঃ একরামুল হককে কার্যাদেশ/বরাদ্দনামা প্রদান করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামানতের ৬৪,৭৯,৬৬২ টাকা জমাদান ও চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য বলা হয়। কিন্তু বর্ণিত ঠিকাদার কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামানতের টাকা জমা প্রদান ও চুক্তিসম্পাদনে ব্যর্থ হলে তার কার্যাদেশ বাতিলসহ দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত জামানতের ৪,০০,০০০ টাকা বাতিল করা হয়।
- পরবর্তীতে মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন অনুযায়ী ২য় সর্বোচ্চ ইজারামূল্য ১,২৭,৭৫,০০০ টাকায় জনাব মোঃ আবদুল হাকিমকে ইজারাদার নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে ১ম সর্বোচ্চ ইজারামূল্য ও ২য় সর্বোচ্চ ইজারামূল্যের মধ্যে পার্থক্য (২,১৫,৯৮,৮৭৫-১,২৭,৭৫,০০০) = ৮৮,২৩,৮৭৫ টাকা।
- কাজেই ১ম সর্বোচ্চ ইজারাদার ও ২য় সর্বোচ্চ ইজারাদারের ইজারামূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী হওয়ায় উক্ত ৮৮,২৩,৮৭৫ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ক'তে দেখানো হলো)।
- উল্লেখ্যযে,গত ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১,০১,৪৭,০০০ টাকা ইজারামূল্য পাওয়া গিয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ১ম সর্বোচ্চ ইজারা মূল্য ও ২য় সর্বোচ্চ ইজারামূল্যের পার্থক্য ৮৮,২৩,৮৭৫ টাকা হওয়ায় পুনঃ দরপত্র আহবান না করার ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। আলোচ্য সময়ে জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১-১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ১ম সর্বোচ্চ দরদাতা ইজারা দরপত্রের কার্যাদেশ গ্রহণ না করায় ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে পিপিআর অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যা উপযুক্ত জবাব ও প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হয়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৪-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর/০৮ ও সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ০২।

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারের বিল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৪,৪৬,৮২০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, টাংগাইল, কুষ্টিয়া, জামালপুর, ঢাকা-১, সাতক্ষীরা-১, পাবনা, সাতক্ষীরা-২, নওগাঁ, শরীয়তপুর, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, নাটোর, মৌলভীবাজার এবং নীলফামারী অফিসের ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, ভ্যাট রেজিষ্টার ও ঠিকাদারী রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ঠিকাদারের বিল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৫৪,৪৬,৮২০ টাকা ।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং- ২০১-আইন/২০১০/৫৫০ মোতাবেক আদেশ জারীর তারিখ হতে নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে ৫.৫০% হারে এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে (পেট্রোলিয়াম পণ্য ব্যতীত) ৪.৫০% হারে বিল হতে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।
- উপরোক্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারের বিল হতে প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৫৪,৪৬,৮২০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে {বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'খ' (১-১৪)তে দেখানো হল} ।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাটের টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র অফিসের। নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ভ্যাট বাবদ অনাদায়ী অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৯-২০১১ হতে ১৯-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৬-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০১২ পর্যন্ত সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ভ্যাটের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ০৩।

শিরোনাম ঃ সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সমিতির নিকট হতে ড্রেজার ভাড়া এবং সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় না করায় পাউবো'র রাজস্ব ক্ষতি ৪৮, ৯৭, ৫৩, ২৬৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ ও ড্রেজার বিভাগ, খুলনা এবং পওর বিভাগ, ফরিদপুর, ঢাকা-১, মেঘনা-ধনাগোদা চাঁদপুর, বেড়া পাবনা, পাবনা, কুষ্টিয়া,এবং মৌলভীবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়ের ২০০৯-১০ আর্থিক সালের হিসাব ১২-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২০-০৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জুন/১০ মাসের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ও ড্রেজার ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার নিরীক্ষা করা হয় এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ,পাউবো, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, বেড়া-পাবনা, ড্রেজার বিভাগ, ড্রেজার পরিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ, রাঙামাটি, এবং মেঘনা ধনাগোদা চাঁদপুর কার্যালয়ের ২০১০-১১ আর্থিক সালের হিসাব ০১-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সমিতির নিকট হতে ড্রেজার ভাড়া এবং সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় না করায় পাউবো'র রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৪৮,৯৭,৫৩,২৬৭ টাকা।

- সিপিডব্লিউ 'এ' রুলের ১৭৭ (এ) বিধি ও জিএফআর প্যারা-২৮ মোতাবেক সরকারের/সংস্থার পাওনা রাজস্ব যথাসময়ে ধার্য ও আদায়ের জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা দায়ী। অপরদিকে পাউবো'র সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা/২০০৩ এর অনুচ্ছেদ-৬ (১)এবং বাপাউবো'র ২৩-১০-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-এসআরও নং-২৮৪/আইন/২০০৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

- ২০০৯-১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সংস্থার ড্রেজার ব্যবহার বাবদ সেবা গ্রহণকারী ড্রেজার বিভাগ **নারায়ণগঞ্জ** এর নিকট শুধুমাত্র ২০০৯-১০ আর্থিক সালের জন্য ২৩,৫৩,৭৩,০০০ টাকা এবং ড্রেজার বিভাগ **খুলনা** এর নিকট ২০০৩-০৪ হতে ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত ৭ বছরের জন্য ২,৭১,৮৭,৯৮৫ টাকা ড্রেজার ভাড়া বাবদ অনাদায়ী রয়েছে। অপরদিকে পাউবো'র ০৭ টি প্রতিষ্ঠানের সেচ প্রকল্প হতে সেবা গ্রহণকারী পওর বিভাগ, **ফরিদপুর** এর নিকট ২০০৩-১০ সাল পর্যন্ত ৭ বছরের জন্য ১,৮৮,১৬,০০০ টাকা, পওর বিভাগ, **ঢাকা-১** এর নিকট ২০০৫-১০ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য আদায়যোগ্য সেচকর ৫৩,৩৫,২০০ টাকা হতে আদায়কৃত ১৩,৪২,৭০৬ টাকা বাদে ৩৯,৯২,৪৯৪ টাকা এবং সুদসহ ৯৯,৮১,২৩২ টাকা, মেঘনা-ধনাগোদা **চাঁদপুর** এর নিকট শুধুমাত্র ২০০৯-১০ সালের জন্য ৪৪,১০,৯৮১ টাকা,পওর বিভাগ, **বেড়া পাবনা** এর নিকট শুধুমাত্র ২০০৯-১০ সালের জন্য ৩৫,৫৩,৭২০ টাকা, পওর বিভাগ, **পাবনা** এর নিকট শুধুমাত্র ২০০৯-১০ সালের জন্য ১৩,৭৫,০০০ টাকা, পওর বিভাগ, **কুষ্টিয়া** এর নিকট শুধুমাত্র ২০০৯-১০ সালে ধার্য্যকৃত ২০,০০,০০০ টাকা হতে আদায়কৃত ১২,৫৯,০০০ টাকা বাদে ৭,৪১,০০০ টাকা, পওর বিভাগ, **মৌলভীবাজার** এর নিকট ২০০৫-১০ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য আসল ৯০,০০,০০০ টাকা সুদ ১,৩৫,০০,০০০ টাকা সুদসহ ২,২৫,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত মোট ৩২,৩৯,৩৮,৯১৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ২০১০-১১ আর্থিক সাল পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ পওর বিভাগ, **ঝিনাইদহ** এর নিকট শুধুমাত্র ২০১০-১১ সালের জন্য ২,৬১,২৮,১৫৪ টাকা,পওর বিভাগ, **কুষ্টিয়া** এর নিকট শুধুমাত্র ২০১০ সালের জন্য ২,১২,৪১,৫৬০ টাকা, পওর বিভাগ, মাগুরা এর নিকট শুধুমাত্র ২০১০-১১ সালের জন্য ৬৫,২২,৬৮৮ টাকা, পওর বিভাগ, বেড়া পাবনা ২০০১-০২ হতে ২০১০-১১ পর্যন্ত ১০ বছরের জন্য ৩৫,৯৮,০০০ টাকা, পওর বিভাগ, মেঘনা ধনাগোদা চাঁদপুর এর নিকট শুধুমাত্র ২০১০-১১ সালের জন্য ধার্য্যকৃত ৫০,৮১,৩৮০ টাকা হতে আদায়কৃত ১৩,২৩,২৭১ টাকা বাদে ৩৭,৫৮,১০৯ টাকা, পওর বিভাগ, **রাঙ্গামাটি** এর নিকট ২০০৩-১১ সাল পর্যন্ত ৮ বছরের জন্য ধার্য্যকৃত ৩৯,৫৫,০০০ হতে আদায়কৃত ১৩,৯৮,৪২২ টাকা বাদে ২৫,৫৬,৫৭৮ টাকা এবং ড্রেজার বিভাগ নারায়ণগঞ্জ এর নিকট শুধুমাত্র ২০১০-১১ সালে ড্রেজার ভাড়া বাবদ ১০,২০,০৯,৩১৪ টাকা অর্থাৎ ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত মোট ১৬,৫৮,১৪,৩৪৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ আর্থিক সাল পর্যন্ত মোট ১২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট সেচ সার্ভিস চার্জ এবং ড্রেজার ভাড়া আদায় না করায় সর্বমোট (৩২,৩৯,৩৮,৯১৮ + ১৬,৫৮,১৪,৩৪৯) = ৪৮,৯৭,৫৩,২৬৭ টাকা পাউবো তথা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। {বিস্তারিত পরিশিষ্ট " গ"(১-১২) তে দেখানো হলো}

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিভিন্ন সরকারী সংস্থার ড্রেজিং কাজের বকেয়া বিল আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। বকেয়া পাওনা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেচ সুবিধার সার্ভিস চার্জ মূলতঃ বোর্ড কর্তৃক গঠিত সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে কমিটির মাধ্যমে কালেকশন করা হয়। অধিক জমির মালিকগণ সেচ সার্ভিস চার্জ প্রদানে দীর্ঘকাল বিরত থাকেন এবং বিভিন্ন জটিলতা ও জনগণের অনীহার কারণে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় বাস্তবায়ন করা দুস্কর। আদায়ের পর সরকারের নির্ধারিত হিসাবে জমা দেয়া হবে। বকেয়াসহ সকল সার্ভিস চার্জ আদায় করা সমিতির দায়িত্ব হওয়ায় তাদেরকে চার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালনে অত্র দপ্তর তৎপর।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে স্থানীয় অফিসের কোন উদ্যোগ নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয় ।
- জবাবে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা এবং আপত্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে কোন মিল নেই। আপত্তি অনুযায়ী, সেচকর আদায়যোগ্য।
- কোডাল বিধান অনুযায়ী বিভাগীয়/নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করায় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে।
- বর্ণিত সেচ ও পানি নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে অবকাঠামো তৈরী করেছে বিধায় সেচকর আদায় বাধ্যতামূলক।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৩-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- রাজস্ব আদায়ে গাফিলতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অনাদায়ী রাজস্বের টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ৪।

শিরোনাম ঃ বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইজারা দরপত্র প্রকাশ না করায় অনুমোদিত প্রাক্কলিত/বুক ভ্যালু অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হারে কম মূল্যে ইজারা দরপত্র গ্রহণ, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি, পিপিআর-২০০৮ এর বিধান লংঘন, জড়িত ৪৩,৪৭,২৫০ টাকা।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, কুষ্টিয়া কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ সালের আর্থিক হিসাব ১৩-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার, রাজস্ব প্রাপ্তি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইজারা দরপত্র প্রকাশ না করে অনুমোদিত প্রাক্কলিত/বুক ভ্যালু অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হারে কম মূল্যে ইজারা প্রদান করায়, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, ৪৩,৪৭২৫০ টাকা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) (ক) (খ) অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহুল প্রচারিত সর্বজন গ্রাহ্য একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় খোলা দরপত্র আহ্বান করতে হবে। অধিকন্তু নিজস্ব ওয়েব সাইটে ইজারা দরপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের বিভিন্ন সেচ খালের সেচকর আদায়ের জন্য ইজারা দরপত্রের অনুমোদিত প্রাক্কলিত/বুক ভ্যালু মূল্য ছিল ৬৩,৪৭,২৫০ টাকা।
- কিন্তু ইজারা মূল্য ২০,০০,০০০ টাকায় ইজারা দরপত্র গ্রহণপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে (৬৩,৪৭,২৫০-২০,০০,০০০) বা ৪৩,৪৭,২৫০ টাকা কম মূল্যে ইজারা দর গ্রহণ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ঃ ঘ দ্রষ্টব্য)।
- 'দৈনিক খবর' ও 'দৈনিক জনতা' পত্রিকায় ইজারা দরপত্র প্রকাশ করা হয় যা অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত পত্রিকা। কোন ইংরেজি পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশ করা হয়নি।
- এক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ও বুক ভ্যালু মূল্য অপেক্ষা ৬৮.৪৯% কম মূল্যে ইজারা প্রদান করা হয়েছে যা বোর্ড তথা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
- জিএফআর বিধি/২৮ এবং সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের প্যারা ১৭৭ অনুযায়ী যথাযথভাবে রাজস্ব ধার্য ও আদায় করা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিকভাবে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইজারা দরপত্র প্রকাশ না করে কম মূল্যে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ফলে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৬-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সুপারিশকৃত ২৩-০১-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানানো হয় যে, ইজারা মূল্যের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ইজারা দরপত্র প্রচারের জন্য পরিচালক, প্রচার সেল, বাপাউবো, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। যা উপযুক্ত জবাব ও প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধান লংঘনপূর্বক ইজারা দরপত্র আহ্বান করায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে কম মূল্যে ইজারা দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান করায় এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ীগণের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ৫।

শিরোনাম ঃ ডিপিপিতে বর্ণিত ব্যারেজ এর পরিবর্তে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা সত্ত্বেও সীট পাইলের অতিরিক্ত মূল্যসহ সরকারের ১৫,৩৭,০৯,৯২১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, কক্সবাজার কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৪-৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে কাজটির পিপি ও প্রাসংগিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ডিপিপি তে বর্ণিত ব্যারেজ এর পরিবর্তে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা সত্ত্বেও সীট পাইলের অতিরিক্ত মূল্যসহ সরকারের ১৫,৩৭,০৯,৯২১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি হয়েছে।
- জিএফআর-১০ এর পরিপন্থীভাবে রাবার ড্যাম নির্মাণে অতিরিক্ত ব্যয় প্রদর্শন করে সরকারের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- মূল ডিপিপিতে ২,৭৮,৫৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঘগুজারাতে ১২৩ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ব্যারেজ নির্মাণের প্রভিশান রাখা হয়। কিন্তু নিরীক্ষাধীন বিভাগ ব্যারেজ নির্মাণ অত্যধিক ব্যয়বহুল এ কথা উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যারেজ নির্মাণের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে স্বল্প ব্যয়ে নির্মাণযোগ্য রাবার ড্যাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় রাবার ড্যাম নির্মাণে যেখানে ব্যারেজ নির্মাণের অর্ধেকেরও কম ব্যয় হয় সেখানে রাবার ড্যাম নির্মাণে (পিপি অনুযায়ী) ব্যারেজ নির্মাণের চেয়েও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পিপি তে ব্যারেজ নির্মাণের ব্যয় ধরা হয় ২৭,৮৫,৯৮ লক্ষ টাকা আর এক্ষেত্রে রাবার ড্যামের চুক্তি মূল্য হল (২৯,২৩,৮৩,৫৯৯+ সীট পাইলের অতিরিক্ত মূল্যজনিত ব্যয় ১,৪২,৮৪,০০০)= মোট ৩০,৬৬,৬৭,৫৯৯ টাকা (এখানে উল্লেখ্য যে, কোন Technical কারণ ছাড়াই শুধুমাত্র দেশী ও বিদেশী বাজারে সিডিউল অনুযায়ী ৮ এমএম সীট পাইল না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে ৮ এমএম এর পরিবর্তে কর্তৃপক্ষের পূর্ব-অনুমতি ছাড়াই ১০.৫০ এমএম সীট পাইলের ব্যবহার দেখিয়ে শুধু সীট পাইলের ক্ষেত্রেই ১,৪২.৮৪,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী গড়ে প্রতি মিটার রাবার ড্যাম নির্মাণ ব্যয় ৬,৫৫,০৬৫ টাকা এবং ব্যারেজ নির্মাণ ব্যয় ১২,৪৯,৩১৮ টাকা। প্রতি মিটার রাবার ড্যাম নির্মাণে খরচ হয় ব্যারেজ নির্মাণ অপেক্ষা (১২,৪৯,৩১৮-৬,৫৫,০৬৫)=৫,৯৪,২৫৩ টাকা কম। অথচ নিরীক্ষাধীন বিভাগ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে অতি স্বল্প সময়ে সমাধানযোগ্য এইরূপ অযৌক্তিক অজুহাতে প্রায় ৩ বছর বিলম্ব ঘটিয়ে ২০০৬ সালের রেইট সিডিউলের পরিবর্তে ২০০৮ সালের রেইট সিডিউলে প্রাক্কলন প্রনয়ণ পূর্বক প্রতি মিটার রাবার ড্যাম নির্মাণের ব্যয় দেখানো হয় ১৩,১৩,৩৫১.৬০ টাকা। (যা ব্যারেজ নির্মাণের চেয়ে ও বেশী) ফলে ২৩৩.৫০ মিটার রাবার ড্যাম নির্মাণে অতিরিক্ত ব্যয় ১৫,৩৭,০৯,৯২১ টাকা। যা সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট'ঙ'তে দেখানো হল)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বাস্তবতার নিরীখে এবং কারিগরী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যারেজের পরিবর্তে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতির বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে ভিন্ন মন্তব্য প্রদান করে জবাব এড়িয়ে যাওয়া হয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- কালক্ষেপনের প্রেক্ষিতে সিডিউলের রেইট বৃদ্ধিজনিত কারণে ব্যয় বেশি হওয়ায় সংস্থা তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি বিধায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপি অনুমোদনের পর সরকারি কার্যসম্পাদনে ব্যয় বৃদ্ধিতে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- পরবর্তীতে মাটির নীচের সীট পাইলের ড্রাইভিং কাজের পর, পাইল না পাওয়ার প্রেক্ষিতে, ঠিকাদারের আবেদনে উপযুক্ত প্রমাণক না থাকা সত্ত্বেও ঘটনাত্তোর ১০.৫০ এমএম সীট পাইল ব্যবহারের অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন।
- প্রকল্প যথাসময়ে আরম্ভ এবং প্লানিং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ৫০% কাজও সম্পন্ন না করে প্রকল্পের সকল অর্থ খরচ করায় এবং প্রকল্প নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে ভুল তথ্য উপস্থাপনসহ ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের নিকট হতে জরিমানা বাবদ ১৮,০১,৭০,৭৮০ টাকা অনাদায়ী, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ও দরপত্রের শর্ত লংঘন।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, খুলনা-২ ও বগুড়া বিভাগের ২০০৯-১০ সালের হিসাব ১৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে প্রকল্পাধীন ও অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের আওতায় সম্পাদনযোগ্য কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, বরিশাল, সাতক্ষীরা-২, মাদারীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোমতী কুমিল্লা, পঞ্চগড়, কক্সবাজার, নোয়াখালী, নাটোর কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২২-০৪-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পাধীন ও অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের আওতায় সম্পাদনযোগ্য কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন, বিল ভাউচার, কার্যসম্পাদন রেজিস্টার, ব্যাংক গ্যারান্টি কাগজপত্র, দরপত্র দলিল ইত্যাদি নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের নিকট হতে জরিমানা ধার্য্য করে তা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, ১৮,০১,৭০,৭৮০ টাকা ।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) এবং দরপত্রের জিসিসি ক্লজ ৬৮.১ শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায়যোগ্য। কিন্তু বর্ণিত ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে জরিমানা আদায় করা হয়নি।
- উপরোক্ত ১৩ টি প্রতিষ্ঠানের কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ জারী করা হয়।
- ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদন করেননি এবং নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত কাজের যথাযথ অগ্রগতিও হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় বাঁধ ভেঙ্গে বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য ২০০৯-১০ সালে যথাক্রমে সুনামগঞ্জ কার্যালয়ের নিকট ৩৩,৭৮,৩৭৭ টাকা মৌলভীবাজার কার্যালয়ের নিকট ৮,৮৭,০০০ টাকা, খুলনা-২ কার্যালয়ের নিকট ৮,১৬,৪০,৩০৯ টাকা,এবং বগুড়া কার্যালয়ের নিকট ১,১৪,১৩,৬৭২ টাকা মোট ৯,৭৩,১৯,৩৫৮ এবং ২০১০-১১ সালে যথাক্রমে বরিশাল কার্যালয়ের নিকট ৫,৩৮,৮২৪ টাকা,সাতক্ষীরা-২ কার্যালয়ের নিকট ২০,৬৩,০০০ টাকা,মাদারীপুর কার্যালয়ের নিকট ১২,৫৮,২২৭ টাকা, চাপাইনবাবগঞ্জ কার্যালয়ের নিকট ৯৪,৪৬,৫৩২ টাকা গোমতী কুমিল্লা কার্যালয়ের নিকট ৮,৮৯,৩০২ টাকা, পঞ্চগড় কার্যালয়ের নিকট ১,১২,৭৮,৫৬৯ টাকা, কক্সবাজার কার্যালয়ের নিকট ৩,৯৪,৪৩,০৮০ টাকা, নোয়াখালী কার্যালয়ের নিকট ১,৬৬,৫০,০০০ টাকা এবং নাটোর কার্যালয়ের নিকট ১২,৮৩,৮৮৮ টাকা সর্বমোট (৯,৭৩,১৯,৩৫৮ + ৮,২৮,৫১,৪২২) =১৮,০১,৭০,৭৮০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।{বিস্তারিত পরিশিষ্ট " চ" (১-১৩) তে দেখানো হলো}

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (১) সুনামগঞ্জ ঃ- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তী জবাবে জানানো হয় যে নির্বাহী প্রকৌশলী ২০০৯-১০ অর্থ বৎসর ১% লিকিউডিটি ড্যামেজ আরোপ করেন এবং সেই অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে ১% লিকিউডিটি ড্যামেজ আদায়পূর্বক বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (২) মৌলভীবাজারঃ- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। পরবর্তী জবাবে জানানো হয় যে আপত্তির তালিকায় ক্রমিক নং- ১ ও ২ এর কাজ ৩১-১-১১ এর মাধ্যেই ১০০% কাজ সম্পাদনের জন্য সময় বর্ধিত করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। ক্রমিক নং-৩ এর কাজ ২০০৯-১০ সালে ৪২% করার দরুন ঠিকাদারকে কার্য অনুসারে আনুপাতিক হারে সর্বমোট ৪৮০৫৫৩.২৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। (৩) **বগুড়াঃ-** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তী জবাবে জানানো হয় যে প্রতিকূল পরিবেশের কারণে নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না জেনে ঠিকাদার কাজ সম্পাদনের জন্য সময় বৃদ্ধিকরণের আবেদন করেন এবং তার আবেদন মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন হওয়ায় উক্ত ঠিকাদারের অনুকূলে ১০% জরিমানা ব্যতীত চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করা হয়েছে। (৪) **খুলনা-২ঃ-** ব্রীচ ক্লোজিং কাজটি বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে সম্পাদন করা হয়েছে। পরবর্তী জবাবে জানানো হয় যে কাজ বাস্তবায়নকালে পানির লেভেল বৃদ্ধি পাওয়ায় ৮৫ মিঃ ব্রীচ ক্লোজিং করা সম্ভব হয়নি।
- অবশিষ্ট ৯টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা বন্টন বিধি/২০০৮ এর ধারা মোতাবেক সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঠিকাদার তার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদীকরণ না করার জন্য মামলা করেছেন। ঠিকাদারের উপর জরিমানা কর্তনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। সময় বর্ধিতকরণ আবেদন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন থাকার পরে আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- দরপত্রের শর্তানুযায়ী জরিমানা আদায়যোগ্য হলেও এক্ষেত্রে তা আদায় না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। জবাব মোতাবেক স্থানীয় অফিস প্রমাণক দাখিল করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ সময় বর্ধিত না করায় জরিমানা আদায়যোগ্য। পারফরমেন্স সিকিউরিটি সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। দরপত্রের শর্ত জিসিসি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০% হারে জরিমানা আদায়যোগ্য হলেও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে বোর্ড তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-১২-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৩-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জরিমানার টাকা আদায়পূর্বক সরকারের রাজস্ব খাতে জমা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ৭।

শিরোনাম ঃ নির্মাণ/নদী সংরক্ষণমূলক কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান পরীক্ষা ব্যতীত ঠিকাদারদের অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ, জড়িত ১১,৬৫,৬১,০৭৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, ঠাকুরগাঁও, , ফরিদপুর, সিইআরপি কক্সবাজার, খুলনা-১ কার্যালয়ের ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৩-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ২০-০৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট কাজের বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, সিলেট, খুলনা-১ কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব ২০-০৩-২০১২খ্রিঃ হতে ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিল ভাউচার, দরপত্র দলিল, টেস্ট রিপোর্ট সম্পাদন নথি, চুক্তিপত্র, প্রাক্কলন, কার্যাদেশ ইত্যাদি নিরীক্ষাকালে বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নির্মাণ/নদী সংরক্ষণমূলক কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান পরীক্ষা ব্যতীত ঠিকাদারদের অনিয়মিতভাবে ১২,৬৪,৪৬,২২৯ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস পিডব্লিউ- ৩ এর জিসিসি ৫৪ এর শর্তানুযায়ী মালামাল ব্যবহারের পূর্বে টেস্ট করতে হবে এবং সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে তা ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি।
- নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান পরীক্ষা ব্যতীত সিসি ব্লক উৎপাদন ও ডাম্পিং করা হয়েছে। এমনকি ডাম্পিং এর পূর্বে ব্লক গণনাপূর্বক মজুদ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- উপরে উল্লিখিত ১০টি প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার কর্তৃক কাজে ব্যবহৃত মালামাল দরপত্রের শর্তানুযায়ী টেস্ট রিপোর্ট ব্যতিরেকে কার্যসম্পাদন ও বিলের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে যথাক্রমে ঠাকুরগাঁও কার্যালয়ের নিকট ৪৭,২০,৫৯৪ টাকা, ফরিদপুর কার্যালয়ের নিকট ২২,৮৪,০৭২ টাকা, সিইআরপি কক্সবাজার কার্যালয়ের নিকট ৩,০১,১৬,৬৬০ টাকা, খুলনা-১ কার্যালয়ের নিকট ২,৫০,২৩,২৬৯ টাকা মোট ৬,২১,৪৪,৫৯৫ টাকা এবং ২০১০-১১ সালে বরিশাল কার্যালয়ের নিকট ৩৬,৭৫,৫১৮ টাকা গোপালগঞ্জ কার্যালয়ের নিকট ৪৫,৪৫,৭৪০ টাকা, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের নিকট ১,৮৮,৩২,৪৫৬ টাকা, সিলেট কার্যালয়ের নিকট ১,০৩,১৮,৫৬৭ টাকা এবং খুলনা-১ কার্যালয়ের নিকট ১,৭০,৪৪,২০৩ টাকা সর্বমোট (৬,২১,৪৪,৫৯৫+ ৫,৪৪,১৬,৪৮৪) = ১১,৬৫,৬১,০৭৯ টাকা। {বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ছ"(১-৮) তে দেখানো হলো}
- আলোচ্য ক্ষেত্রে নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজে গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়নি।
- বর্ণিত অনিয়মের মাধ্যমে বিল পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহের কাজে বুয়েট কর্তৃক টেস্ট পূর্বক প্রকল্প কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। স্টোন বোল্ডার টেস্ট করার পরেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কাজ সম্পাদনের পূর্বে যথাযথ প্রতিষ্ঠান হতে গুণগতমান পরীক্ষার কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় সরবরাহ করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয় ।
- আপত্তিতে বর্ণিত কাজগুলির গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে দরপত্রের উপরিউক্ত শর্ত লংঘন করা হয়েছে।
- জিও টেক্স ব্যাগের টেস্টের যথাযথ কপি পাওয়া যায়নি। চাহিদাকৃত টেস্ট রিপোর্ট এর প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। টেস্ট করার পূর্বেই বিল প্রদান করায় দায়- দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১-০৯-২০১১ খ্রিঃ হতে ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-১২-২০১১ খ্রিঃ হতে ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিত সুযোগ প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ৮।

শিরোনাম ঃ **উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একই স্থানে জরুরী প্রতিরক্ষামূলক কাজের নামে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের আওতায় ১,২১,৪৬,৯৩২ টাকা ব্যয়পূর্বক সরকারি অর্থের অপচয়।**

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, গোপালগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ থেকে ০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বাঁধ ও নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজের বিল ভাউচার, টেন্ডার, প্রাক্কলনসহ আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একই স্থানে জরুরী প্রতিরক্ষামূলক কাজের নামে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের আওতায় ১,২১,৪৬,৯৩২ টাকা ব্যয়পূর্বক সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোড এর বিধি ৩২ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং অম/অবি/ব্যঃ নিঃ -১/ডিপি-১/২০০০/১২ তারিখ ০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং- ০৮ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না।
- গোপালগঞ্জ জেলাধীন সদর উপজেলা, টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা সমন্বয়ে গৃহিত প্রকল্প তারাইল, পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ কাজের আওতায় পোল্ডার নং-০৩ এ বাগিয়া নদীর বাম তীরে চেইনেজ কিঃমিঃ ৪.০০ থেকে কিঃমিঃ ৫.০৭০ কিঃমিঃ পর্যন্ত =১.০৭০ কিঃ মিঃ এ প্রতিরক্ষামূলক কাজের সংস্থান রাখা হয়। অনুমোদিত ডিপিপিতে এবং বর্ণিত কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করে জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ বাবদ ঠিকাদারকে আংশিক মূল্য পরিশোধ করা হয়। অপরদিকে একই কাজের জন্য জরুরী অবস্থার নামে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় দরপত্র আহ্বান করে দু'টি গ্রুপে দুইজন ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করতঃ মোট ১,২১,৪৬,৯৩২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আবার উন্নয়ন প্রকল্প খাত থেকেও ঠিকাদারের সাথে ১,২০,৯১,০৫৪ টাকার চুক্তি সম্পাদন করে আংশিক মূল্য বাবদ ৬৫,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'জ' তে দেখানো হল)।
- অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় জরুরী ভিত্তিতে কাজটি গ্রহণ করা হলেও কাজটি শেষ করা হয়েছে চার মাস পর এবং পরবর্তীতে ২৫-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে একই ডাম্পিং কাজের জন্য উন্নয়ন খাত থেকে জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ নেয়ার জন্য কার্যাদেশ প্রদান করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- যেহেতু কাজটি উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সেহেতু উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত কাজ অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় গ্রহণ করে সরকারের ১,২১,৪৬,৯৩২ টাকা অপচয় সাধন করা হয়ছে।
- পরিশিষ্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,একই অর্থবছরে একই কাজের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের খাত এবং অনুন্নয়ন কাজের নামে রাজস্ব খাতের আওতায় কার্যসম্পাদন করা হয়েছে বিধায় অনুন্নয়ন খাতের কাজটি অবৈধ/জালিয়াতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিকভাবে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- একই কাজ উন্নয়ন খাত ও অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের মাধ্যমে সম্পাদন ও অর্থ পরিশোধ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত ১৯-০৭-১২ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ বিভাগীয় জবাবে জানানো হয় যে, জরুরী ভিত্তিতে অনুন্নয়ন খাত হতে ব্যয় পূর্বক কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। যা উপযুক্ত জবাব ও প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জড়িত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ - ৯।

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারের উদ্ধৃতদর কাটাকাটি করে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে দর বৃদ্ধি করে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ৩০,৫৫,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-১, পাউবো, সাতক্ষীরা অফিসের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ১২-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দরপত্র, সি.এস,কার্যাদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ঠিকাদারের উদ্ধৃতদর কাটাকাটি করে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে দর বৃদ্ধি করে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ৩০,৫৫,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় পোল্ডার নং-১৫ এ ৯ নং সোরায় কিঃমিঃ ২.৭০০/০.০৯২ হতে ২.৭০০/০.১৯০ = ৯৮ মিঃ দৈর্ঘ্যে এপ্রোচ বাঁধসহ ২.৭০০/০.০০০ হতে ২.৭০০/০.০৯২ কিঃমিঃ এবং কিঃমিঃ ২.৭০০/০.১৯০ হতে কিঃ মিঃ ৩.০০০/০.৫৬০ মোট ৪৬২ মিঃ ক্লোজার নির্মাণ কাজে ঠিকাদারের উদ্ধৃতদর কাটাকাটি করে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে দর বৃদ্ধি করে ২,৯৯,৪৫,০০০ টাকা হতে ৩,৩০,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং ৩,৩০,০০,০০০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঝ" তে দেখানো হলো)।
- উল্লেখ্য যে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় ১৪-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে। Tender submission date ছিল ১৮-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ১৮-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখেই Notary public দ্বারা মূল্য সংশোধনপূর্বক ৩,৩০,০০,০০০ টাকা করেছেন অথচ তিনি দরপত্রে মূল্য উদ্ধৃত করেছেন ২,৯৯,৪৫,০০০ টাকা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এর সাথে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান যোগসাজশে উদ্ধৃতমূল্য কম হয়েছে মর্মে অবগত হয়েই Notary public করে মূল্য সংশোধন করেছেন।
- জিএফআর বিধি-১৯ অনুযায়ী এবং সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের ৭৮ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক চুক্তি একবার সম্পাদিত হলে তা কোনক্রমেই সরকারের অনুমোদন ব্যতীত পরিবর্তন করা যায় না। আলোচ্যক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের পর নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে চুক্তির হার পরিবর্তনপূর্বক ঠিকাদারকে ৩০,৫৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঠিকাদারের দরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে সংশোধন করা না করা একান্তই তার এখতিয়ার, দরপত্র জমা গ্রহণের পর যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কার্যাদেশের পূর্বেই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্র জমা দেয়ার পূর্বে সংশোধন করলে সেক্ষেত্রে নোটারী পাবলিকের প্রয়োজন হয় না। দরপত্র জমা দেয়ার পর কোন দর পরিবর্তন করা যায় না। এক্ষেত্রে যেহেতু ঠিকাদার নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে হার পরিবর্তন করেছেন তাই বলা যায় ঠিকাদার দরপত্র জমা দেয়ার পরই তা সম্পাদন করেছেন। এক্ষেত্রে বর্ণিত কার্যাবলী গ্রহণযোগ্য নয়।
- অনিয়মিতভাবে উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৪-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। ২৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবে জানানো হয় যে,টেন্ডার কমিটি কর্তৃক নোটারী পাবলিক মডিফিকেশন গৃহীত হওয়ায় কাজটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ১০-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জড়িত সমুদয় টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১০।

শিরোনাম ঃ ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদন না করায় কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী চুক্তি বাতিলপূর্বক লিকুইডেটেড ডেমারেজ আদায় না করা এবং পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় ক্ষতি ২৪,৭৬,২৯১ টাকা।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বিভাগ,পাউবো,মানিকগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদন না করায় কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী চুক্তি বাতিলপূর্বক লিকুইডেটেড ডেমারেজ আদায় না করা এবং পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় ক্ষতি ২৪,৭৬,২৯১ টাকা।
- ঘিওর উপজেলায়-পুরাতন ধলেশ্বরী নদীর তীর ভাংগন রোধকল্পে প্যাকেজ নং মানি/ঘিওর-০১/২০০৮-০৯ এবং প্যাকেজ নং মানি/ঘিওর-০২/২০০৮-০৯ কাজের ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদন না করে দীর্ঘদিন যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে, দরপত্রের শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্তপূর্বক মোট ২৪,৭৬,২৯১ টাকা আদায়যোগ্য হলেও তা করা হয়নি। উক্ত টাকা ঠিকাদারের নিকট হতে অতিসত্তর আদায়যোগ্য (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঞ" তে দেখানো হলো)।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়যে, আলোচ্য কাজ ২টি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কাজ সমাপ্ত করা হয়নি। দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। যা ঠিকাদারী চুক্তির পরিপন্থী।
- টেন্ডার ডকুমেন্টস এর শর্ত জিসিজি ক্লজ ৬৮.১,৭১,৭৯.১ অনুযায়ী,ক্ষতিপূরণ/লিকুইডেটেড ডেমেজেস বাবদ মেসার্স খন্দকার বিজনেস ইন্টার ন্যাশনাল এর নিকট মোট ১৪,২৫,৯৫৭ টাকা এবং মেঘদূত এন্টারপ্রাইজ এন্ড সালেহ আহমেদ (জেভি) এর নিকট মোট ১০,৫০,৩৩৪ টাকা সর্বমোট ২৪,৭৬,২৯১ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের নিকট হতে আদায়যোগ্য।
- নিরীক্ষাকালীন ২৭-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ গোলাম ফারুয়ার সহ নিরীক্ষা দল কর্তৃক আলোচ্য কাজ ২টির সাইট প্রদর্শন করা হয়। এতে দেখা যায়, কাজ ২টি অসমাপ্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ফলে চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্তসহ অর্থ আদায়যোগ্য।
- উল্লেখ্য যে, প্যাকেজ নং মানি/ঘিওর-০১/২০০৮-০৯ এর কাজ শুরু করে সমর্পণের তারিখ ছিল ০৫-০২-২০১০ খ্রিঃ। ঠিকাদার বরাবর লিখিত ১৮-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বাতিলপত্র অনুযায়ী বিলম্ব হয়েছে ০৫-০২-২০১০ খ্রিঃ হতে ১৮-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১ বছর ৮ মাস ১৩ দিন এবং প্যাকেজ নং মানি/ঘিওর-০২/২০০৮-০৯ এর কাজ শুরু করে সমর্পণের তারিখ ছিল ০৯-০১-২০১০ খ্রিঃ। ঠিকাদার বরাবর লিখিত ১৮-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বাতিলপত্র অনুযায়ী বিলম্ব হয়েছে ০৯-০১-২০১০ খ্রিঃ হতে ১৮-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১ বছর ৯ মাস ৯ দিন।
- সিপিডব্লিউ এ কোড এর বিধি ১৭৭ এবং জিএফআর এর বিধি ২৮ অনুযায়ী সরকারি পাওনা রাজস্ব অতিসত্তর আদায় পূর্বক সরকারি রাজস্ব খাতে জমাযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে,তা করা হয়নি। যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, কাজ ২টি যথাক্রমে ৭৬% ও ৭৮% সম্পন্ন হয়েছে। কার্যাদেশ বাতিলসহ জরিমানা আদায়ের প্রক্রিয়া চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও,গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কার্য সম্পাদন না করায়, চুক্তির শর্ত ৬৮.১,৭১ ও ৭৯.১ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবদ সমুদয় অর্থ অতিসত্তর আদায়যোগ্য হলেও তা আদায় ও জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অতিসত্তর ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার অর্থ আদায় ও সরকারি খাতে জমাযোগ্য।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১০-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তির শর্তানুযায়ী চুক্তি বাতিল করতঃ জরিমানা আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। কিন্তু সরকারী কোষাগারে জমাকরণের প্রমাণক না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন না করায়, চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও পারফরমেন্স সিকিউরিটির সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১১।

শিরোনাম ঃ প্রকল্পের কাজ ৩০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্তির পর ১ বৎসর ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড থাকলেও ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ডে প্রকল্প সমাপ্ত এলাকায় অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে বিল পরিশোধে সরকারের ৪৭,০৭,৫৪১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-১, পাউবো, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ১১-৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মুন্সীগঞ্জ জেলার টুংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও-হাসাইল-বানারী এবং দিঘীর পাড় ইউনিয়ন এলাকায় পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- পদ্মানদীর উল্লিখিত তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ ৩০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড থাকায় ঐ সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত এলাকায় অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ না করার কথা।
- কিন্তু বিল ভাউচার হতে দেখা যায় প্রকল্প সমাপ্ত এলাকায় ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ না করে অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করা দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ৪৭,০৭,৫৪১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ট" তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, "বিধি মোতাবেক ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড এর পরে মেরামত কাজ করা হয়েছে।"

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক তাৎক্ষণিক জবাবে ভুল তথ্য প্রদান করা হয়েছে বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রকল্প এলাকা মেরামত কাজের জন্য চুক্তিপত্র নং-৭/২০১০-২০১১ তারিখ-২৭-২-২০১১ খ্রিঃ সম্পাদিত এবং মেরামত কাজ করে ভাউচার নং ৮৯৮ তারিখ-৩০-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা অতিরিক্ত। এছাড়াও অনুমোদিত প্রাক্কলনের সহিত সংযুক্ত নোট এর ক্রমিক নং-৮ এ যা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১২।

শিরোনাম ঃ সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক ভুয়া টেন্ডার সিকিউরিটি ও পারফরমেন্স গ্যারান্টি প্রদানের কারণে বাতিলকৃত টেন্ডার সিকিউরিটির অর্থ আদায় না করা এবং উক্ত কাজের পুনঃ টেন্ডার না করে পূর্বের দাখিলকৃত দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় ক্ষতি ৫৩,৮৩,২০৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ফরিদপুর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ২১-৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-৩-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় কুমার নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের সিএস, মূল্যায়ন প্রতিবেদন কার্যাদেশ, টেন্ডার সিকিউরিটি, পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি, চুক্তিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পে উল্লিখিত চেইনেজে নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ৪,২০,১১,৪৭২ টাকার দরদাতা মোহাম্মদ ইউনুস এন্ড ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হন। ঠিকাদার কর্তৃক টেন্ডার দাখিলের সময় মোট ১৭,০০,০০০ টাকার টেন্ডার সিকিউরিটি ব্যাংক গ্যারান্টি নং-৩৮/১০ তারিখ-২৭-৬-২০১০ খ্রিঃ জমা দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী বিভাগ কর্তৃক টেন্ডার সিকিউরিটি প্রাপ্তির পর পরই যাচাই করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ২য় বার টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি। তাছাড়া TEC কমিটির মতামতও পাওয়া যায়নি।

- ঠিকাদার নির্বাচিত হওয়ার পর পারফরমেন্স সিকিউরিটি ব্যাংক গ্যারান্টি নং-০৮/৩৭১ তারিখ-৬-৯-২০১০ খ্রিঃ ঠিকাদার কর্তৃক প্রদান করা হলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং তা যাচাই এর জন্য পত্র নং-২১/২৪০৩ তারিখ-১৫-৯-২০১০ খ্রিঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পাঠানো হলে ব্যাংক কর্তৃক পত্র নং-৩০৮০ তারিখ-১০-১০-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টিটি ভুয়া বলে উল্লেখ করা হয় এবং পত্র নং-ডব্লিউ-১/২৮২৫ তারিখ-১০-১১-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।

- এর প্রেক্ষিতে টেন্ডার সিকিউরিটি বাবদ প্রদত্ত ১৭,০০,০০০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ উপ-পরিচালক আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর ফরিদপুর অনুকূলে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পত্র নং ডব্লিউ-১/২৮২৫ তারিখ-১০-১১-২০১০ এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক পত্র নং ৩৪৩২ তারিখ-২১-১১-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ভুয়া উল্লেখ করা হয়।

- এমতাবস্থায়, সময়মত টেন্ডার সিকিউরিটি যাচাই না করায় সংস্থার টেন্ডার সিকিউরিটি বাবদ উক্ত ১৭,০০,০০০ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিলের পর পুনঃটেন্ডার আহবানপূর্বক ঠিকাদার নির্বাচন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করে পূর্বের টেন্ডারে দাখিলকৃত দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ঠিকাদার মেসার্স পারিশা ট্রেড সিষ্টেম লিঃ এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করায় সরকারের (৪,৫৬,৯৪,৬৭৬-৪,২০,১১,৪৭২) বা ৩৬,৮৩,২০৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে, যা দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায়যোগ্য (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঠ" তে দেখানো হলো)।

- ফলে মোট ক্ষতি (১৭,০০,০০০+৩৬,৮৩,২০৪) বা ৫৩,৮৩,২০৪ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ডিফল্টার কন্ট্রাক্টরের নিকট হতে টাকা আদায়ের পত্র লিখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক।

- আদালতের রায় সাপেক্ষে ১৭,০০,০০০ টাকা আদায়পূর্বক কোষাগারে জমাসহ ২০% সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ করে সরকারি ৩৬,৮৩,২০৪ টাকা ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন।

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৪-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। ০২-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঠিকাদারের নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড বাতিল করা হয়। ঠিকাদার আদালতে রীট পিটিশন দাখিল করে। আদালতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ডিফল্টার কন্ট্রাক্টর এর নিকট হতে আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৩।

শিরোনাম ঃ মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে সেচখাল রক্ষণাবেক্ষণ/ মেরামতের কার্যক্রম সম্পাদন করা হলেও পুনরায় বোর্ডের রাজস্ব বাজেট হতে ২,৩৩,৪০,৫৭৮ টাকা অর্থ ব্যয় করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, মেঘনা ধনাগোদা পওর বিভাগ, পাউবো, চাঁদপুর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১২-৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-৩-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন সেচ খাল মেরামতের বিলসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের সেচখাল মেরামত সংস্কার যাবতীয় কাজ সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ ব্যয় করা হলেও তার হিসাব বার বার চাওয়া সত্ত্বেও নিরীক্ষা দলের নিকট সরবরাহ করা হয়নি। অপরদিকে, বোর্ডের রাজস্ব বাজেট হতেও অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। ফলে ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে সেচ প্রকল্পের জন্য ২,৩৩,৪০,৫৭৮ টাকা অর্থ ব্যয় করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ড" তে দেখানো হলো)। দ্বৈত ব্যয়ের কারণে ব্যয়ের বাস্তবতা উপেক্ষিত।

- এসআরও নং-২৮৪ আইন/২০০৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ (২০০০ সালের ২৬ নং আইন) সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় বিধিমালা ২০০৩ এর ১১ নং ধারাকে উপেক্ষা করে বোর্ডের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট হতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। উক্ত আইন অনুযায়ী বোর্ডের রাজস্ব বাজেট হতে অর্থ ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সেচখালসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে অনুন্নয়ন রাজস্ব বরাদ্দ হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সেচখালসমূহ মেরামত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে এস আর ও জারী হওয়ার পর পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ঐ এস আর ও নির্দেশ উপেক্ষা করে বোর্ড এর রাজস্ব বাজেট হতে অর্থ ব্যয় করে সরকারি অর্থ অপচয়ের সুযোগ নেই। আদায়কৃত সেচ সার্ভিস চার্জ হতে সেচখাল মেরামত করা হচ্ছে অন্যদিকে রাজস্ব বাজেট হতেও অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। তাই দ্বৈত অর্থ ব্যয় পরিহার করা প্রয়োজন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পানি আইন ২০০০ কে উপেক্ষা করে অর্থ ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ বোর্ডের ছাড়পত্র ও মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী গঠিত কমিটির স্থানীয় প্রশাসন/ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা ব্যতীত সিসি ব্লক উৎপাদন ও সরবরাহ, জিও ব্যাগ সরবরাহ এবং ডাম্পিং কাজে ঠিকাদারদের অনিয়মিতভাবে মোট ১৪,৪০,৪৮,১১৮ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, ঢাকা-১, বরিশাল, নড়াইল, জামালপুর, টাংগাইল, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ১১-০৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ২০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে উক্ত কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, বিল ভাউচার, এমবি, জিও ব্যাগ ডাম্পিং রেজিস্টার, ডাম্পিং কমিটির প্রতিবেদন ইত্যাদি নিরীক্ষাকালে বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উপরিউক্ত ৬টি প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সরবরাহকৃত সিসি ব্লক এবং জিও ব্যাগ বালি/মাটি ভর্তি করে সাইটে স্টক করার পর বোর্ডের পক্ষে জোনাল প্রধান প্রকৌশলী ও ডিজাইন সার্কেলের প্রতিনিধি কর্তৃক গণনাপূর্বক ডাম্পিং কাজের ছাড়পত্র ছাড়া এবং স্থানীয় প্রশাসন/ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা ব্যতীত বর্ণিত কাজের বিপরীতে ঠিকাদারদেরকে অনিয়মিতভাবে যথাক্রমে ঢাকা-১ কার্যালয়ের নিকট ১৩,৪৮,৩৯৩ টাকা,বরিশাল কার্যালয়ের নিকট ২২,১১,২০৪ টাকা, নড়াইল কার্যালয়ের নিকট ১,২২,৭৮,৪০৯ টাকা, জামালপুর কার্যালয়ের নিকট ৭,৩৫,২৭,৬৮২ টাকা,টাংগাইল কার্যালয়ের নিকট ১,৯৫,৫৭,৫৫২ টাকা এবং কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের নিকট৩,৫১,২৪,৮৭৮ টাকা সর্বমোট ১৪,৪০,৪৮,১১৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঢ"(১-৬) তে দেখানো হলো)।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরাদেশ নং-৪৩/পাউবো/সচি/পওর-১/শাখা-২/বিবিধ-৬/২০০৪ তারিখ-২২-২-২০০৫খ্রিঃ নং- চাঁদমনি/এফ-২২/২৩১ তারিখ- ১৬-৩-২০০৯খ্রিঃ নং- ২৪৫/পাউবো/ সচি/ বোর্ড/২ তারিখঃ ৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- পাসম/ও-৫/বিবিধ/৩২/ ২০০০/ ৩৬৩ তারিখ ৭-৭-২০০৫ খ্রিঃ, নং-পাসম/ও-৫/বিবিধ/৩২/২০০০/৬৯ তারিখ ১৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ অনুযায়ী সিসি ব্লক প্রস্তুত ও সরবরাহ এবং জিও ব্যাগ সাইটে স্টক করার পর প্রতিনিধি কর্তৃক গণনাপূর্বক ডাম্পিং ছাড়পত্রের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় প্রশাসন/ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী গঠিত কমিটির উপস্থিতিতে বর্ণিত ডাম্পিং কার্য সম্পন্ন করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের উক্ত আদেশসমূহ প্রতিপালিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, জিও ব্যাগ ডাম্পিং করার পূর্বে জিও ব্যাগ বালি দ্বারা ভর্তি করে বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত টাস্কফোর্স ও স্থানীয় কমিটি কর্তৃক গণনার পরে ডাম্পিং করা হয়। সি সি ব্লক তৈরী, গণনা, প্লেসিং ও ডাম্পিং এর কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের আদেশ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী গঠিত কমিটির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ডাম্পিং কমিটির প্রত্যয়ন নেই, পানি উন্নয়ন বোর্ডের টাস্কফোর্স কমিটির প্রত্যয়ন নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। সিসি ব্লক প্রস্তুত রেজিস্টার, ব্লক ডাম্পিং কমিটির প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত দপ্তর নিরীক্ষার সময় দেখাতে পারেনি।
- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জবাবের সমর্থনে বোর্ডের ছাড়পত্র ও স্থানীয় কমিটির উপস্থিতিতে ডাম্পিং কাজের সমর্থনে কোন রেকর্ডপত্র উপস্থাপন/সরবরাহ করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৬-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৯-২০১২ হতে ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের আদেশ লংঘন করে অনিয়মের মাধ্যমে ঠিকাদারকে ১৪,৪০,৪৮,১১৮ টাকা পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৫।

শিরোনাম ঃ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দরের সহিত সংগতি না রেখে যথেচ্ছভাবে সীমাহীন উচ্চ দরে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদনের মাধ্যমে ড্রেজার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করায় ১,০৬,৩৪,৫০৯ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, ড্রেজার পরিদপ্তর, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ যাচাইকালে ০৬ টি কন্ট্রাক্ট সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্রাক্কলন, ঠিকাদার নির্বাচন ও বিল/ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনার পাশাপাশি বর্ণিত কন্ট্রাক্ট সমূহের সাথে জড়িত ড্রেজার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সমূহের আন্তর্জাতিক বাজার দর (ইন্টারনেট এর মাধ্যমে) এবং স্থানীয় চলতি খুচরা বাজার দর ঢাকাস্থ নবাবপুর, ধোলাইখাল, ওয়াইজ ঘাটে সরজমিনে বাজার যাচাই ও বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- বর্ণিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের প্রাক্কলন সমূহ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারদরের সাথে কোনরূপ সংগতি না রেখে যথেচ্ছভাবে তথা নিজস্ব সুবিধানুযায়ী সীমাহীন উচ্চদরে তৈরী ও ঠিকাদার বিল পরিশোধ করায় বোর্ড তথা সরকারের ১,০৬,৩৪,৫০৯/৩২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তদুপরি প্রাক্কলন সমূহ তৈরীর অনুকূলে কোন সিডিউল অব রেইটস নেই। কিন্তু সিপিডব্লিউ এ কোডের অনুচ্ছেদ নং-১৬৪ মোতাবেক "A rate book of schedule of rates showing the lowest rate should be kept in the divisional office and which should be revised time to time" আবার সিপিডব্লিউ এ কোডের অনুঃ নং-২৯৬ তে প্রদত্ত বিধান মোতাবেক To facilitate the preparation of estimates, as also to serve as a guide in setting rates in connection with contract aggreements, a schedule of rates for each kind of work commonly exceuted should be maintained in the division and kept up to date কিন্তু বর্ণিত ক্ষেত্রে সিডিউল অব রেইটস বহির্ভূতভাবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর যাচাই না করে যথেচ্ছভাবে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন করার মাধ্যমে বোর্ড তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে ১,০৬,৩৪,৫০৯ টাকা। জিএফআর-১০ অনুযায়ী আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড ও এতে উপেক্ষিত হয়েছে(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ণ" তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ পূর্বক ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সিডিউল অব রেইটস বহির্ভূতভাবে এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার দরের সহিত সংগতি না রেখে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের প্রাক্কলন যথেচ্ছভাবে তথা সীমাহীন উচ্চ দরে তৈরী ও অনুমোদন প্রদান করে বোর্ড তথা সরকারের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধন করার কারণে এতদ্‌বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বর্ণিত ক্ষতির টাকা আদায়সহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১৬।

শিরোনাম ঃ সিডিউল অব রেইট বহির্ভূতভাবে বা চলতি বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে ঠিকাদারগণের সহিত যোগসাজস করে স্থানীয় বাজার দর অপেক্ষা সীমাহীন উচ্চ দরে তথা যথেচ্ছভাবে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন প্রদান করে এলটিএম পদ্ধতিতে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ক্রয় করায় ১,৭২,২৪,৭৬১ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, ড্রেজার পরিদপ্তর, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৭-২০১২ হতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ক্রয় সংক্রান্ত কন্ট্রাক্টসমূহ টেন্ডার নোটিশ, টেন্ডার ওপেনিং মেমো, কারিগরী মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদিত প্রাক্কলন, ঠিকাদার বিল/ভাউচার পর্যালোচনার পাশাপাশি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সমূহের স্থানীয় চলতি বাজার দর ঢাকাস্থ নবাবপুর, ধোলাই খাল এবং ওয়াইজ ঘাটের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সরজমিনে যাচাই করা হয় এবং বিস্তারিত পর্যালোচনায়দেখা যায়যে,

- সিডিউল অব রেইট বহির্ভূতভাবে বা চলতি বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে ঠিকাদারগণের সহিত যোগসাজস করে স্থানীয় বাজার দর অপেক্ষা সীমাহীন উচ্চ দরে তথা যথেচ্ছভাবে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন প্রদান করে এলটিএম পদ্ধতিতে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ক্রয় করায় ১,৭২,২৪,৭৬১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, কোডাল বিধানের আলোকে সিডিউল অব রেট সংরক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী যে কোন ক্রয়ে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন করার কথা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যত্যয় করে ঠিকাদারগণের সহিত যোগসাজস করে যথেচ্ছভাবে তথা চলতি বাজার দরের তুলনায় সীমাহীন উচ্চ দরে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন দান করে এলটিএম পদ্ধতিতে ড্রেজার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে। এতে বোর্ড তথা সরকারের ১,৭২,২৪,৭৬১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ত" তে দেখানো হলো)।
- টেন্ডার ওপেনিং মেমোসমূহ হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি কন্ট্রাক্ট এর বিপরীতে গৃহীত টেন্ডার সিকিউরিটির টাকা একই ব্যাংকে, একই তারিখে এবং একই ক্রমিকে জমা দেয়া হয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে যা যোগসাজসের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তদুপরি ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশসমূহ কোন বিশেষায়িত আইটেম নহে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির আওতায় বাংলাদেশে/ঢাকায় এগুলোর প্রচুর সংখ্যক আমদানিকারক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যে কারণে এলটিএম পদ্ধতিতে প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়াদি সম্পাদনে পিপিআর রেগুলেশন নং-৬৩ উপেক্ষিত হয়েছে।
- তদুপরি টেন্ডার ওপেনিং সিট হতে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, চক্রান্তমূলক যোগসাজসের মাধ্যমেই প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন, দরপত্র আহবান, দরপত্র গ্রহণ এবং ঠিকাদার নির্বাচনসহ সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। যা পিপিআর রেগুলেশন নং-১২৭ (২/গ) এবং ১২৭(৮) উদাহরণ নং-৩ এর আলোকে চক্রান্তমূলক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত এবং দন্ডবিধি ধারা ১২০ এ এবং ১২০ বি(২) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আর্থিক ক্ষতি সাধনের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বর্ণিত ক্ষতির টাকা আদায় করাসহ এরূপ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৭।

শিরোনাম ঃ ড্রেজার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ০৪টি কন্ট্রাক্টর এর অনুকূলে ৫৩,৮৩,৭১৪ টাকা পরিশোধ প্রদর্শন করা হলেও যন্ত্রাংশসমূহ ড্রেজার কমপ্লেক্স/বেইজে প্রবেশের অনুকূলে নিরাপত্তা শাখার কোন স্বীকৃতি না থাকায় ক্রয় এবং সরবরাহ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। ভুয়া ক্রয় প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে, ক্রয় সংক্রান্ত কন্ট্রাক্ট সমূহ, মালামাল বেইজে তথা ড্রেজার কমপ্লেক্স গেইটের মাধ্যমে প্রবেশের সপক্ষে নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক সংরক্ষিত প্রাপ্তি/গ্রহণ ইনওয়ার্ড রেজিস্টারসহ আনুসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- যন্ত্রাংশ ক্রয় সংক্রান্ত ০৪টি কন্ট্রাক্ট এর অনুকূলে ষ্টোর শাখাতে আর এন্ডআইআর সংরক্ষিত থাকলেও ৫৩,৮৩,৭১৩.৫৮ টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশসমূহ আরএন্ডআইআর করার পূর্বশর্ত হিসেবে এগুলো সরবরাহ এবং নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক গেইটের মাধ্যমে গ্রহণ ও গেইট ইনওয়ার্ড রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করণের মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করেনি। এতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভুয়া ক্রয় প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে ঠিকাদারদের সহিত যোগসাজস করে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " থ " তে দেখানো হলো)।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিশিষ্টতে বর্ণিত যন্ত্রাংশসমূহ গেইটে গ্রহণের সপক্ষে কোন প্রমাণক না থাকা সত্ত্বেও ষ্টোরে পরবর্তী কার্যক্রম তথা আরএন্ডআইআর সহ অন্যান্য রেকর্ড অনিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- বর্ণিত অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যাচ্ছে যে, বিপুল অঙ্কের যন্ত্রাংশসমূহ ভান্ডারে আদৌ গ্রহণ না করেই অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করে বোর্ড তথা সরকারের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৮।

শিরোনাম ঃ ড্রেজার মেরামতের অজুহাতে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডার হতে ইস্যুর অনুকূলে পূর্ব স্থাপনকৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডারে ফেরৎ না নেওয়ায় বোর্ডের ক্ষতি ১,১৩,৩৪,৭২৮ টাকা।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, ড্রেজার পরিদপ্তর পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৭-২০১২খ্রিঃ হতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় ভান্ডার শাখার বিন কার্ড ইন্ডেন্ট, আরএন্ডআইআর এবং ড্রেজার যন্ত্রপাতি,যন্ত্রাংশের ইস্যু ভাউচারসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ড্রেজার মেরামতের অজুহাতে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডার হতে ইস্যুর অনুকূলে পূর্ব স্থাপনকৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডারে ফেরৎ না নেয়ায় বোর্ডের ১,১৩,৩৪,৭২৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- যন্ত্রপাতির মেরামতের প্রয়োজন হলে নিয়ম মোতাবেক যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের চাহিদা প্রদান, মালামাল ইস্যুকরণ এবং প্রতিস্থাপিত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ যথারীতি ভান্ডারে ফেরত প্রদান করা প্রয়োজন।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উক্ত নিয়ম লঙ্ঘনপূর্বক বিভিন্ন ড্রেজার মেরামত কাজে মেরিন ইঞ্জিন, ক্র্যাংক শ্যাফ্টসহ বহু মূল্যবান বিবিধ যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ইস্যু করা হলে ও তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পূর্ব স্থাপিত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডারে ফেরৎ দেওয়া/নেওয়া হয়নি।
- ফলে প্রতিস্থাপিত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ভান্ডারে ফেরত প্রদান না করায় বোর্ডের ক্ষতি ১,১৩,৩৪,৭২৮ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "দ" তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বোর্ড তথা সরকারের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বর্ণিত ক্ষতির টাকা আদায়সহ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৯।

শিরোনাম ঃ ড্রেজার এবং বার্জ মেরামতকল্পে সরবরাহ/ইস্যুকৃত এমএস প্লেটের অনুকূলে পূর্ব স্থাপিত এমএস প্লেট ফেরৎ না নেয়ায় ৭২,৫৭,৫১৫ টাকা ক্ষতি। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১ ও মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২ পাউবো নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ড্রেজার যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ক্রয় সংক্রান্ত এমএস প্লেট এর মজুদ ও ইস্যু হিসাব, বিন কার্ড, কার্যাদেশ এবং ড্রেজার মেরামত কাজের সিডিউল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ০২ টি ড্রেজার এবং বার্জ মেরামতকল্পে নতুন ইস্যুকৃত এমএস প্লেট এর অনুকূলে বার্জ এবং ড্রেজারে পূর্ব স্থাপিত এমএস প্লেট যথারীতি ফেরৎ নেয়া হয়নি বা ভান্ডার হিসাবে আনয়ন করা হয়নি। এতে বোর্ড তথা সরকারের ৭২,৫৭,৫১৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ধ" তে দেখানো হলো)।
- ড্রেজারসমূহে পূর্ব স্থাপিত প্লেট পরিবর্তন/মেরামতের অনুকূলে ইস্যুকৃত নূতন প্লেট সমূহের বিপরীতে প্রায় সমপরিমাণ পূর্ব স্থাপিত প্লেট যথানিয়মে ভান্ডারে ফেরৎ নেয়ার কথা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করে বোর্ড তথা সরকারের ব্যাপক আর্থিক সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পূর্ব স্থাপিত পুরাতন বহু মূল্যবান এমএস প্লেটসমূহ যথারীতি ভান্ডারে হিসাবভূক্তি না করে বোর্ড তথা সরকারের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বর্ণিত অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -২০।

শিরোনাম ঃ ১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত মূল্যের খোলা দরপত্র সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে এবং বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ ব্যতীত কার্য সম্পাদন ও বিলের দাবী পরিশোধ, জড়িত ১৭,৭৫,৩৪,৯০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

নিবাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, বরিশাল, খুলনা-১, শরীয়তপুর, যশোর, টাংগাইল, রংপুর কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২১-৩-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পেপার কাটিং, টেন্ডার ওপেনিং মেমো ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উল্লিখিত ৬টি প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্রে ১(এক) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে এবং বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ ব্যতীত কার্যসম্পাদন এবং বিলের দাবী বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে যথাক্রমে বরিশাল কার্যালয়ের নিকট ১,০২,১১,৪৯৮ টাকা, খুলনা-১ কার্যালয়ের নিকট ২,০০,০২,৭৮৯ টাকা, শরীয়তপুর কার্যালয়ের নিকট ৪,১৯,৬৩,২৩১ টাকা, যশোর কার্যালয়ের নিকট ৩,৫৯,৫১,৮৩৪ টাকা, টাংগাইল কার্যালয়ের নিকট ৪,১৫,৯৭,২৪৮ টাকা এবং রংপুর কার্যালয়ের নিকট ২,৭৮,০৮,৩০০ টাকা সর্বমোট পরিশোধিত টাকার পরিমাণ ১৭,৭৫,৩৪,৯০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ন"(১-৬) তে দেখানো হলো)।
- উল্লেখ্য যে, বরিশাল কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশের কপিও পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিতমূল্য ১,৩২,৬২,৩৯৯ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ১,০২,১১,৪৯৮ টাকা ছিল। খুলনা-১ কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করে শুধুমাত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে যা তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিত মূল্য ১,৯০,৮৩,৬১৪ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২,০০,০২,৭৮৯ টাকা ছিল। শরীয়তপুর কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়নি। "দৈনিক ইনকিলাব" এবং "The New Age" পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিতমূল্য ৪,১৯,৬৩,২৩১ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ৩,২৬,২১,৯৪৯ টাকা ছিল। যশোর কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়নি। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিতমূল্য ছিল ৩,৫৯,৫১,৮৩৪ টাকা। টাংগাইল কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র "আজকের খবর" পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিতমূল্য ৪৯,৫১,২২,০০০ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ৩৯,০১,৫৬,১৩৬ টাকা ছিল। রংপুর কার্যালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হলেও সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। এক্ষেত্রে দরপত্রমূল্য ২,৭৮,০৮,৩০০ টাকা এবং প্রাক্কলিতমূল্য ৩,৫০,৩৯,৩৭৮ টাকা ছিল।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২) (ঝ) অনুযায়ী এক কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। বিধি-৩৭ (১)(২) ও তফসীল অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমপক্ষে এক মাসের জন্য চুক্তিপত্র সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বিধি-৯০(২) (ক) (খ) অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সুবিদিত ও সর্বজনগ্রাহ্য বহুল প্রচারিত জাতীয় ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধানসমূহ অনুসৃত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সিস্টেম এনালিষ্ট কম্পিউটার শাখা, চীফ মনিটরিং দপ্তর, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির কপি অত্র বোর্ডের সংশ্লিষ্ট জনসংযোগ পরিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। বোর্ডের নির্দেশ এবং মূল্যায়ন কমিটির নির্দেশে কার্যসম্পাদন করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিপিটিইউ এর কপি পাওয়া যায়নি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে দরপত্র প্রকাশ না করায় পিপিআর/০৮ এর বিধি লংঘন হওয়ায়, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণযোগ্য। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশের প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১২-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১০-১০-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধান লংঘনপূর্বক খোলা দরপত্র সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইট ও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় যথাযথ প্রচার ব্যতিত কার্যসম্পাদন ও বিলের দাবী পরিশোধ করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।
- যথাযথভাবে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যের দরপত্রের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ- ২১।

শিরোনাম ঃ ৭৯,৪৪,১৮০ টাকা মূল্যের ৭৬.৭৮১ কেজি এমএস প্লেট ভান্ডাভুক্তির বিষয়টি ড্রেজার কমপ্লেক্সের গেইট/নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক স্বীকৃত নহে। এমএস প্লেট বাস্তবে ক্রয় না করেই ঠিকাদারের সহিত যোগসাজসে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হয়েছে।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, ড্রেজার বিভাগ, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, এবং মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২ ড্রেজার পরিদপ্তর, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৭-২০১২খ্রিঃ হতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ড্রেজার যন্ত্রপাতি ও এমএস প্লেট ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদেশ, ঠিকাদার এসকে এন্টারপ্রাইজ গেইট ইনওয়ার্ড রেজিস্টার/মালামাল বেইজে প্রবেশের খাতাসহ অনুমোদিত প্রাক্কলন, ভান্ডার মজুদ কার্ড, ষ্টোর ইন্ডেনট, ইস্যু ভাউচার, আরএন্ডআইআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বর্ণিত কার্যাদেশের মাধ্যমে ৯ মিঃমিঃ এর ৫৫৭৪৫ কেজি মূল্য ৫৮,৫১,০৯৭/৫০ এবং ৬ মিঃমিঃ এর ২১,০৩৬ কেজি মূল্য ২০,৯৩,০৮২ একুনে ৭৯,৪৪,১৭৯.৫০ টাকা মূল্যের এমএস প্লেট মেসার্স এসকে এন্টারপ্রাইজ এর নিকট হতে সরবরাহ গ্রহণ প্রদর্শন করে আরএন্ডআইআর প্রস্তুত করা হলেও বর্ণিত এমএস প্লেটগুলো ড্রেজার পরিদপ্তর কমপ্লেক্সের গেইট তথা নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক বেইজে প্রবেশের অনুকূলে কোন স্বীকৃতি নেই। এতে বিপুল মূল্যের এমএস প্লেটগুলোর ভান্ডার হিসাবর্ভূক্তির বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। কেননা ড্রেজার কমপ্লেক্সটি কি পয়েন্ট ইনষ্টলেশন হিসেবে চিহ্নিত/যার গেইটে নিয়মিত নিরাপত্তা বাহিনী/বিভাগীয় জনবলসহ আনসার বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে এবং নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক সংরক্ষিত গেইট ইনওয়ার্ড রেজিস্টার, গেইট আউটওয়ার্ড রেজিস্টার গেইট পাস ইত্যাদির মাধ্যমেই যে কোন মালামাল, যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ কমপ্লেক্স অভ্যন্তরে তথা ভান্ডারে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে কমপ্লেক্স/গেইটের বাহিরে কোন মালামাল/যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ যেতে হলেও নিরাপত্তা শাখায় সংরক্ষিত আউটওয়ার্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করণসহ গেইট পাসের মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বিপুল মূল্যের (৫৫,৭৪৫+২১,০৩৬) বা ৭৬,৭৮১ কেজি (প্রায় ৭৬ মেঃ টন) এমএস প্লেট এর আরএন্ডআইআর (রিসিপ্ট এন্ড ইনসপেকশন রিপোর্ট) করা হলেও এতে বর্ণিত প্লেটসমূহ গেইটের মাধ্যমে ভান্ডারে প্রবেশের অনুকূলে সুরক্ষিত গেইট/নিরাপত্তা শাখার কোন সাপোর্ট নেই। এতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিবিধ ক্রয় প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে বর্ণিত এমএস প্লেটসমূহ বাস্তবে সরবরাহ না নিয়ে, ঠিকাদারের সহিত যোগসাজস করে এমএস প্লেটের মূল্য বাবদ বর্ণিত বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধ প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে বোর্ড তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৭৯,৪৪,১৮০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "প" তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান হতে বিরত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এমতাবস্থায় বিপুল মূল্যের এমএস প্লেট সমূহ ড্রেজার কমপ্লেক্সে সুরক্ষিত গেইটে নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও আরএন্ডআইআর এর মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ভান্ডারভুক্তি প্রদর্শন করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধের মাধ্যমে বোর্ড তথা সরকারের ব্যাপক আর্থিক অপচয় সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বর্ণিত ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬ই মাঘ/১৪২১
১৯/০১/২০১৫

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৬৬৮৮কম/এ-৭১৩ বই, ২০১৪।